জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা

(এনপিও বার্তা)

○ বর্ষ ঃ ০৩ ○ সংখ্যা ঃ ০৫ ○ সময় ব্যাপ্তি ঃ জানুয়ারী ২০১৯- জুন ২০১৯ ○ প্রকাশ : মার্চ ২০২০

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর । দেশের উৎপাদনশীলতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। সর্বশেষে ১৯৮৯ সালে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত হতে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরপূর্বক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এনপিও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে । এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে। এনপিও হতে সম্ভাবনাময় শিল্প/সেবা সেক্টরের প্রোডাকটিভিটি উন্নয়নকল্পে গবেষণা চালানো ও উদ্ভাবনীমূলক ইনোভেশন কার্যক্রমেও চর্চা করা হচ্ছে।

ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী

রূপকল্প (Vision)

উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে এপিওভুক্ত উন্নত দেশসমূহের সমমানে পৌঁছানো।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ;
- শিল্প উন্নয়নে স্বীকৃতি ও সহায়তা ;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ে গবেষণা জোরদারকরণ ;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক নীতি নির্ধারন ও উন্নয়ন ;

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ

- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি ;
- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরা;
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়ন;

কার্যাবলি (Functions)

- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা ;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক বা ক্যাটালিষ্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন মহলে বিতরণ করার লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার গঠন করা;
- বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন ;
- দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা দিবস পালন, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও সেমিনার আয়োজন ;

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের অঙ্গীকার
দেশ ও জাতির অহংকার।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮ প্রদান

শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ৬ষ্ঠ বারের মত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ এবং প্রথম বারের মত ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮ প্রদান করেছে এনপিও। গত ২৮ জুলাই, ২০১৯ তারিখে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তন, কাকরাইল এ নির্বাচিত শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কারের সনদ ও ট্রফি তুলে দেন শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। অনুষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০৬টি ক্যাটাগরিতে ২৮টি শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ প্রদান করা হয় এবং প্রথম বারের মত উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ ০৩টি ব্যবসায়ী সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮ প্রদান করা হয়।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, স্বনির্ভর দেশ গড়ি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনপিও'র সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান গুলো হলো

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির খাদ্য উপ-খাতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- ময়মনসিংহ এগ্রো লিমিটেড, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড ও অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির কেমিক্যাল উপ-খাতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে-বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড ও অলপাস্ট বাংলাদেশ লিমিটেড। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির ইস্পাত ও প্রকৌশল উপ-খাতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে-বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড, বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড ও ইফাদ অটোজ লিমিটেড। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরির অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে-স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড ও ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরির নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে-ডিভাইন আইটি লিমিটেড, সা'দ মুসা ফেব্রিক্স লিমিটেড ও কিউ এন এস কনটেইনার সার্ভিসেস লিমিটেড। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরির নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে-বঙ্গ বেকারস লিমিটেড, সান বেসিক কেমিক্যালস লিমিটেড ও মাসকো ওভারসিস লিমিটেড। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরির নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস ও অনন্যা কিন্ডারগার্টেন স্কুল। কুটির শিল্প ক্যাটাগরির নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে-গৃহ সুখন বুটিকস ও হামিম ল্যাসিক বিউটি পার্লার। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প ক্যাটাগরির নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড ও খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড। এ ছাড়া ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮ এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এবং বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮ প্রাপ্তদের গ্রুপ ছবি।

গুণগত মান নিশ্চিত করুন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের একাংশ।

শিল্প মন্ত্রী বলেন, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য পণ্যের গুণগতমান বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন ব্যবসাবান্ধব শিল্প মন্ত্রণালয় দেশের সম্ভাবনাময় শিল্প খাতসমূহের বিকাশে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে আসছে। এতে দেশের অর্থনৈতিক স্থবিরতা কেটে গেছে। এখন অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেন শিল্প মন্ত্রী।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের আরো মনোযোগী হতে হবে। ২০২১ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতার গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতার মান বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন উৎসাহ উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের শিল্প খাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী। শিল্প সচিব বলেন, বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) অর্জনে সফলতার স্বাক্ষর রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে উৎপাদনশীলতা আরো বাড়াতে হবে। অধিক দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহার করলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়বে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে ময়মনসিংহ এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ইলিয়াস মৃধা ও বিকেএমইএ'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মনসুর আহমেদ বক্তৃতা করেন। শিল্প উদ্যোক্তারা সরকারের এ স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এ উদ্যোগ আগামী দিনে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ইতিবাচক অবদান রাখার অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে তারা মন্তব্য করেন।

Push for productivity, go for quality.

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের এনপিও কার্যালয় পরিদর্শন

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় গত ০২-০১-২০১৯ ইং তারিখ এনপিও কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান সহ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সচিব মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম ও সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব কাজী মোঃ সায়েমুজ্জামান। এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে এনপিও এর সার্বিক কর্মকান্ডের চিত্র তুলে ধরেন। শিল্প সচিব মহোদয় এ সময় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির পরিধি বৃদ্ধি করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্তমানে সম্পাদিত চুক্তির সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এনপিওর কর্মকান্ড ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা, কারখানা পর্যায়ে পরিচালিত উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের ফলো আপ এর ব্যবস্থা করা, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিষয়টি আকর্ষণীয় এবং প্রতিযোগিতা করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির অধিক সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সহ এনপিওর সার্বিক কর্মকান্ডের উপর দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় এনপিও এর সার্বিক কর্মকান্ডের ওপর বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন।

ব্যাংকিং সেক্টরে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২০ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ব্যাংকিং সেক্টরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক এর প্রতিনিধিদের নিয়ে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পসচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

"উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক" কর্মশালায় (ব্যাংকিং সেক্টর) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম এবং এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

ব্যাংক খাতকে দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি উল্লেখ করে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, এ খাতে দক্ষতা বাড়াতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাংকিং খাত যত দক্ষ হবে তহবিল পরিচালনা ব্যয় তত কমে আসবে। এর ফলে বিনিয়োগ বাড়বে এবং শিল্প খাত চাঙ্গা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ জন্য ব্যাংকারদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্প সচিব আরো বলেন, উৎপাদনশীলতা একটি ব্যাপক ধারণা এবং এটি বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এ বিবেচনায় ব্যাংক ও আর্থিক খাতে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষ করে শিল্প খাতে পুঁজিপ্রবাহ বাড়াতে ব্যাংকিং খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস জোরদার করতে হবে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। রাজধানী মতিঝিলে অবস্থিত এনপিও এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন শিডিউল ও নন-শিডিউল ব্যাংক এর প্রায় ৫০ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশ নেন। এতে উৎপাদনশীলতার মৌলিক ধারণা, মূল্য সংযোজনে উৎপাদনশীলতার পরিমাপ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বেস্ট প্র্যাকটিস, উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাপানি কৌশল ফাইভ এস বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান।

ট্যানারী সেক্টরে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন ও এসোসিয়েশনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পসচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এবং উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

"ট্যানারী সেক্টরের উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় এবং সাথে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এরপর সভাপতি মহোদয় এনপিও'র পরিচিতি এবং কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চামড়াখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কার্যকর গবেষণা করতে হবে এবং বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে কমপ্লায়েন্ট হতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, কর্মচারি, টেকনিশিয়ান ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পরামর্শ দেন। বর্তমান সরকার উদীয়মান চামড়া শিল্পখাতের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রিয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ট্যানারী শ্রমিকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে। তিনি ট্যানারী শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ শিল্পখাতে ব্যবহৃত কাঁচামালের অপচয়হ্রাস করে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমানো সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আধুনিক ব্যবস্থাপনায় বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক জনের জন্য যেটা বর্জ্য, অন্যের কাছে সেটার অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। ট্যানারী শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে শক্তিশালী লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চলছে উলেখ করে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কমপ্লায়েন্ট অনুসরণের মাধ্যমে এ ধরণের অপচেষ্টা রুখে দেয়ার তাগিদ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

ট্যানারী সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মধ্যে এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারণা প্রদান করেন।

এনপিও পরিচালকের বক্তব্য উপস্থাপন শেষে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সাখাওয়াত উলাহ এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এনপিও'কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ইং তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) এর মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। অনুষ্ঠানে এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) এর সভাপতি জনাব কামরান টি রহমান সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতা স্মারক এর উদ্দেশ্য হল এনপিও এবং বিইএফ যৌথভাবে প্রতিবছর চাহিদা অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস প্রোগ্রাম (টিইএস) আয়োজন করবে। এনপিও, এপিও'র সহায়তায় উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য টেকনিক্যাল এক্সপার্ট প্রেরণ করবে। সরকারের রূপকল্প (ভিশন)-২০২১ বাস্তবায়নে শিল্পক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার উন্নয়নের জন্য শিল্পখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে বিইএফ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবছর উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করবে। এনপিও উক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালার জন্য রিসোর্স পারসন প্রেরণ করবে। বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে যে কোন ব্যবসা বাণিজ্য ও সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার কোন বিকল্প নেই। সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার এবং পণ্যের সেবার মান উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা একমাত্র উপায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে সময় ও ব্যয়কে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বয় সাধনপূর্বক কম খরচে অধিক গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে অধিকতর গ্রাহক সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম বলেন এনপিও দেশের শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, তাই এই সমঝোতা স্মারক এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বিষয়টি ব্যাপকভাবে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে।

এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) এর সভাপতি জনাব কামরান টি রহমান নিজ নিজ পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে "Workshop on Accountable Governance for Productivity growth & Competitiveness" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২১-২৫ এপ্রিল,২০১৯ তারিখে "Workshop on Accountable Governance for Productivity growth & Competitiveness" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা FARS Hotel & Resorts, Dhaka তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে এপিও সদস্যভুক্ত দেশ হতে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী, ০৫ জন রিসোর্স পারসন, ০১ জন এপিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প সচিব ও APO এর Country Director for Bangladesh জনাব মোঃ আবদুল হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম। আরো উপস্থিত ছিলেন জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সেক্রেটারিয়েট থেকে আগত Program Officer Dr. Jose Elvinia. উক্ত Workshop এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাবেক পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এবং APO এর তৎকালীন Alternate Country Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

"Workshop on Accountable Governance for Productivity growth & Competitiveness" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (২১-২৫ এপ্রিল, ২০১৯) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব মহোদয় সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে "Workshop on Building Climate Resilience in agriculture" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে গত ০৫-০৯ মে, ২০১৯ তারিখে "Workshop on Building Climate Resilience in agriculture" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা FARS Hotel & Resorts, Dhaka তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে এপিও সদস্যভুক্ত দেশ হতে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী, ০৫ জন রিসোর্স পারসন, ০১ জন এপিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব ও APO এর Country Director for Bangladesh জনাব মোঃ আবদুল হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ। আরো উপস্থিত ছিলেন জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সেক্রেটারিয়েট থেকে আগত Program Officer Dr. Shaikh Tanveer Hossain. উক্ত Workshop এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাবেক পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এবং APO এর তৎকালীন Alternate Country Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের অঙ্গীকার
দেশ ও জাতির অহংকার।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "Workshop on Building Climate Resilience in agriculture" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (০৫-০৯ মে, ২০১৯) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব মহোদয় সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে "Workshop on Advanced Performance Management for Modern Public Sector Organization" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৯-২৩ মে, ২০১৯ তারিখে "Workshop on Advanced Performance Management for Modern Public Sector Organization" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা FARS Hotel & Resorts, Dhaka তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে এপিও সদস্যভুক্ত দেশ হতে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী, ০৫ জন রিসোর্স পারসন, ০১ জন এপিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব ও APO এর Country Director for Bangladesh জনাব মোঃ আবদুল হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ। আরো উপস্থিত ছিলেন জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সেক্রেটারিয়েট থেকে আগত Program Officer Mr. Jose Elvinia. উক্ত Workshop এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাবেক পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এবং APO এর তৎকালীন Alternate Country Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "Workshop on Advanced Performance Management for Modern Public Sector Organization" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (১৯-২৩ মে, ২০১৯) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব মহোদয় সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

Material Flow Cost Accounting (MFCA) in Leather Sector, Bangladesh শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ এর উদ্যোগে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর সম্মেলন কক্ষে Material Flow Cost Accounting (MFCA) in Leather Sector, Bangladesh শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এনপিও'র সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম আশরাফুজ্জামান। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপিও'র MFCA এক্সপার্ট Dr. Wichai Chattinnawat), সহযোগী অধ্যাপক, চিয়াং মাই ইউনিভার্সিটি , থাইল্যান্ড এবং SR Asia বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ্ সুমাইয়া রশিদ। প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

Material Flow Cost Accounting (MFCA) in Leather Sector, Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

শিল্প সচিব মহোদয় বলেন, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য। তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। কিন্তু এ দুটি সেক্টরের মধ্যে রপ্তানি আয়ের বিশাল ব্যবধান রয়েছে। আমরা এই ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে কাজ করছি। তিনি আরও বলেন, ট্যানারী শিল্পসংক্রান্ত ইতালি বিশেষজ্ঞ দল ও লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ উভয়ে তাদের পৃথক অডিট রিপোর্টে সাভার ট্যানারী শিল্পনগরীতে স্থাপিত সিইটিপি সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেছে। কিছু ছোটখাট ত্রুটি ধরা পড়েছে এবং এগুলোর দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সিইটিপি স্থাপনের ফলে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও রপ্তানি অনেক বৃদ্ধি পাবে।

সেমিনারে ম্যাটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিংয়ের সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করায় কুসুমকলি সু ফ্যাক্টরি ও ব্লু ওশান ফুটওয়্যার লিমিটেডকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। Dr. Wichai Chattinnawat মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেন, ম্যাটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিংয়ে কিছু ম্যানেজমেন্ট টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়। এতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কিছু সমস্যা সমাধান করে উৎপাদন খরচ কমানো যায় এবং ওয়েস্টেজ বা বর্জ্যের পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়, যা পরিবেশবান্ধব।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, স্বনির্ভর দেশ গড়ি।

সম্মানিত প্রধান অতিথি শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন ব্রু ওশান ফুটওয়্যার লিঃ এর পক্ষে কোম্পানিটির পরিচালক (অর্থ) জনাব রিয়াদ চৌধুরী।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসআইএসসি)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে ০৬ মে, ২০১৯ তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাথে ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসআইএসসি) এর একটি সমঝোতা স্মারক শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বাক্ষরিত হয়। শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এনপিও এর পক্ষ থেকে এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান, জনাব মির্জা নুরুল গণি শোভন (সিআইপি) সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সচিব মহোদয় বলেন যে ,সরকারের রূপকল্প (ভিশন)- ২০২১ বাস্তবায়নে শিল্প ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধির হার উন্নয়নের জন্য শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন এর সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাবে।

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়ের উপস্থিতিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসআইএসসি)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক বিনিময়।

এপিও কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০১৯ পর্যন্ত সালের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) একটি আন্তঃ আঞ্চলিক সরকারি প্রতিষ্ঠান (Inter-Governmental Regional Organization)। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)'র লিয়াঁজো অফিস হিসেবে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এ আওতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে সেক্টর ভিত্তিক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০১৯ পর্যন্ত এপিও এর সর্বমোট ১১ টি প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে মোট ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে এনপিও থেকে ০৭ জন, শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ০৫ জন, অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে ।

গত ১০-১২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত "61st session of the APO Governing Body" প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন APO এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় এবং APO এর বাংলাদেশের অলটারনেট কান্ট্রি ডিরেক্টর এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ।

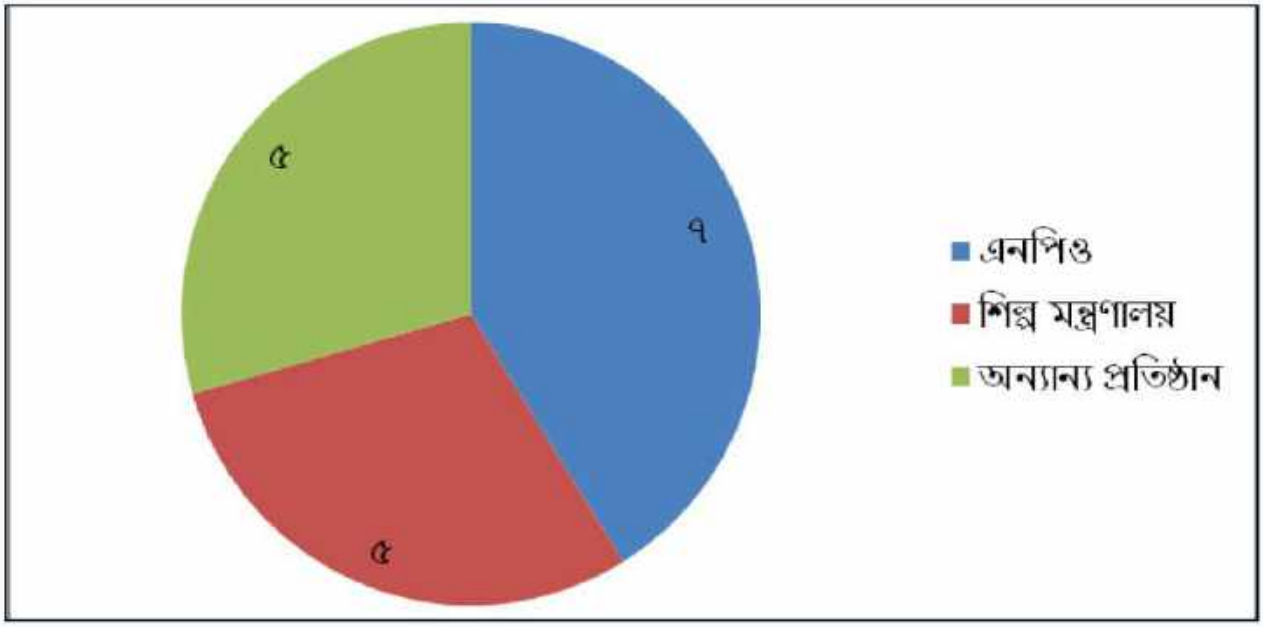

জানুয়ারি-জুন,২০১৯ পর্যন্ত ছয় মাসে এপিও এর প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণের লেখচিত্র প্রতিবেদন।

গত ১০-১২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত "61st session of the APO Governing Body" প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন APO এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় ।

গত ২১-২৩ মে, ২০১৯ তারিখে জাপানে অনুষ্ঠিত "APO Liaison Officers Meeting" প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের এপিও লিয়াজোঁ অফিসার এবং এনপিও এর যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

গত ১০-১২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত "Productivity Mesurement For Public Sector Organizations" প্রোগ্রামে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন এনপিও এর গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ মেহেদী হাসান।

গত ২৪-২৬ জুন, ২০১৯ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত "Productivity Measurement For Public-Sector Organizations" প্রোগ্রামে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন এনপিও এর পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব ফিরোজ আহমেদ।

এনপিও পেশাজীবীদের Research Methodology বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এর সহযোগিতায় Research Methodology বিষয়ের উপর এনপিও পেশাজীবীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মার্চ এবং এপ্রিল, ২০১৯ এ মোট ৪ ধাপে ৭ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখে উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনপিও পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন। এ প্রশিক্ষণে রিসার্চ এর প্রোপোজাল তৈরি করা, রিসার্চ ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ, ডাটা বিশ্লেষণ, হাইপোথেসিস টেস্টিং এবং রিসার্চ রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় এসব বিষয়ের উপর ধারণা প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এর সহযোগী অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মোমেন, সিনিয়র লেকচারার এম.এইচ.এম.ইমরুল কবির এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারহানা। গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। সচিব মহোদয় গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে বলেন যে, এনপিও একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এনপিও এর কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আর এজন্য এ প্রশিক্ষণটি খুবই সময়োপযোগী। উক্ত অনুষ্ঠানে এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান সহ এনপিও এর সব পেশাজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

Research Methodology কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

e-Learning প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), বাংলাদেশ এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও), জাপান এর যৌথ উদ্যোগে e-Learning Course on Customer Satisfaction Management for the Health Sector শীর্ষক ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স গত ০৩-০৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ এপিও'র সহায়তায় ঢাকাস্থ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় উক্ত ই-লার্নিং কোর্সের সনদপত্রসমূহ ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ বিতরণ করেন। উক্ত সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান।

সম্মানিত শিল্পসচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন e-Learning Course on Customer Satisfaction Management for the Health Sector শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটি (এনপিইসি) এর ১৬ তম সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির (এনপিইসি) এর ১৬তম সভা গত ০৬ মে, ২০১৯ তারিখ বিকাল ০৩.০০ টায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং পারস্পরিক পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, সাবেক পরিচালক, এনপিও জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় এনপিও'র আপগ্রেডেশন ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, এনপিও'র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মাণ , এনপিওকে একটি দক্ষ পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ , সেক্টর এবং সাব সেক্টরের Need Base কর্মসূচি গ্রহণ ও বিভিন্ন ট্রেডবডি এবং এনপিও'র মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর, শিক্ষা কারিকুলামে উৎপাদনশীলতা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ ,ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড - ২০১৮ যথাসময়ে প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভার সভাপতি শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম সহ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের একাংশ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র ত্রয়োদশ তম সভা ও এনপিও বার্তার চতুর্থ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২৬ মে, ২০১৯ তারিখ বেলা ১১.০০ মিনিটে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৩০৬ ,৩য় তলা, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা) জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র ত্রয়োদশ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি (এনপিসি)'র ত্রয়োদশ তম সভার সভাপতিত্ব করেন। শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন ট্রেড বডি এবং বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে পরিষদের সদস্য সচিব জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এনপিও, জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র দ্বাদশতম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন ।

সভায় নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে উৎপাদনশীলতা বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ, উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে ধারণা সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সেমিনা/কর্মশালা/আলোচনা সভা প্রয়োজন, এনপিও দপ্তরের আপগ্রেডেশন ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, এনপিও'র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত, বিভিন্ন ট্রেডবডি ও এনপিওর মধ্যে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারষ্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর, শিল্প, সেবা, কৃষি সেক্টরের উৎপাদনশীলতা লেভেল নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গুণগত মান নিশ্চিত করুন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন।

গত ২৬ মে, ২০১৯ জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র ত্রয়োদশ তম সভায় উপস্থিত শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম ,এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ট্রেড বডির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম সভাকে জানান যে, এনপিও ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)'র মাধ্যমে আধুনিক Tools and Techniques এর সমন্বয়ে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে অবদান রেখে আসছে। তিনি এনপিও'র স্বল্প সংখ্যক জনবল নিয়ে দক্ষতার সাথে বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করার জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি ও শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। তিনি এ লক্ষ্যে খাতভিত্তিক গবেষণা সেল ও পৃথক কমিটি গঠণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আহবান করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প বৈচিত্র্যকরণ ও শিল্পের দক্ষতা বাড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করার পদক্ষেপ নিতে পারেন। তিনি এনপিসি'র সদস্যভুক্ত মন্ত্রণালয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক দায় এড়ানোর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারিদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের তাগিদ দেন। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪০ এবং এসডিজি লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সকল খাতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কার্যকর প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে এনপিও কর্তৃক প্রকাশিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ষান্মাসিক এনপিও বার্তার মোড়ক উন্মোচন করেন শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি।

গত ২৬ মে, ২০১৯ তারিখ উৎপাদনশীলতা বিষয়ক এনপিও বার্তা (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৮) ৪র্থ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শেষ ০৬ মাসে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, Increasing Productivity at Work, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন" শীর্ষক শিরোনামে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শেষ ০৬ মাসে ২৮ টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার মাধ্যমে ৯০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

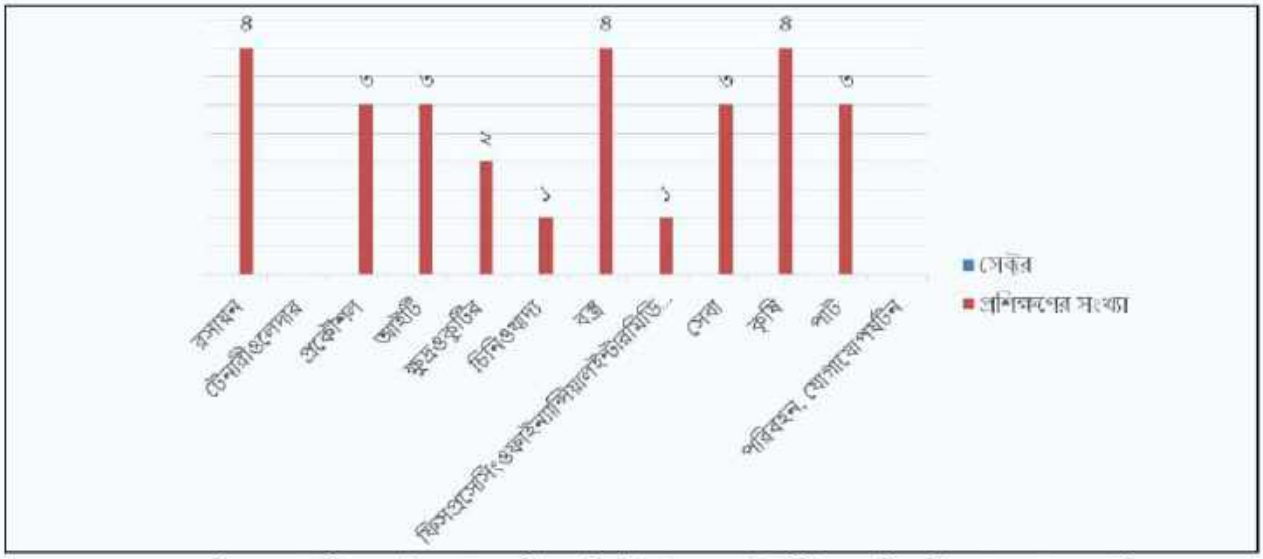

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত ৬ মাসে অনুষ্ঠিত ২৮টি প্রশিক্ষণের মধ্যে সেক্টর ভিত্তিক সম্পাদিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা এর লেখচিত্র।

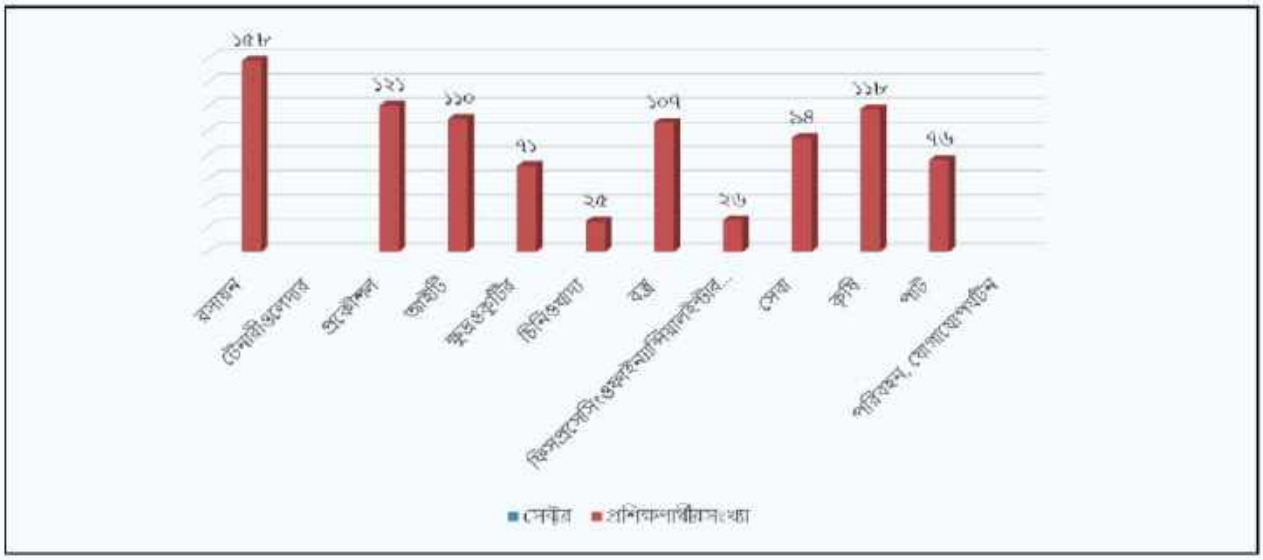

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত ৬ মাসে অনুষ্ঠিত ২৮টি প্রশিক্ষণের মধ্যে সেক্টর ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা এর লেখচিত্র।

খুলনায় অবস্থিত হোটেল ক্যাসল সালাম লিঃ, এ "ব্যবহারিক ৫ এস ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক, গবেষণা কর্মকর্তা মিজ সুরাইয়া সাবরিনা এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ জায়েদ-উল-ইসলাম।

আমিন জুট মিলস লিঃ, ষোলশহর, চট্টগ্রামে এ " উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিওর গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আকিবুল হক এবং গবেষণা কর্মকর্তা মিজ নাহিদা সুলতানা রত্না।

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিঃ, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন ও কারখানা ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রাজু আহমেদ।

টিএসপি কমপেক্স লিঃ, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে "কারখানা ব্যবস্থাপনা ও ৫ এস বাস্তবায়ন" প্রোগ্রামে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন,এবং উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ আবিদা সুলতানা।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন ও সৃষ্টি ফেয়ার মৎস্য হ্যাচারী এর যৌথ উদ্যোগে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রিপন সাহা।

পাটকলসমূহ "ONLINE KAIZEN" বাস্তবায়ন শীর্ষক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে পাটকলসমূহে "ONLINE KAIZEN" বাস্তবায়ন শীর্ষক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পাটকলে সনাতনী বা ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে কাইজেন বাস্তবায়নে সময় ও জনবল উভয়ই বেশি লাগে। এর ফলে প্রত্যাশিত উৎপাদনশীলতা অর্জন সম্ভব হয় না। অনলাইন কাইজেন সফ্টওয়্যার ব্যবহারের ফলে সহজেই উৎপাদন পদ্ধতি তদারকি করা সম্ভব। এতে করে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনশীলতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হয়। পাটকলে এ পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য বৈচিত্রকরণের প্রয়াস জোরদার করে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে তারা মন্তব্য করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ধানসহ অন্যান্য কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনশীলতা বাড়লেও পাট ও আখ ফসলের উৎপাদনশীলতা সে পরিমাণে বাড়েনি। এর ফলে পাট ও চিনিকলগুলোই ক্রমেই অলাভজনক হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি পাটের বিকল্প হিসেবে সস্তায় অন্য পণ্য উৎপাদনের ফলে পাট শিল্প মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ অবস্থার উত্তরণে তিনি পাট শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে পাটকলগুলোতে অনলাইন কাইজেন পদ্ধতি চালু এ শিল্পের গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শিল্প সচিব আরও বলেন, বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি পণ্য টিকে থাকার জন্য শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। পাট ও চামড়া শিল্পের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার কাজ করছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিবেশবান্ধব ট্যানারী শিল্পপার্ক স্থাপন করেছে। এতে পরিবেশ সুরক্ষা করে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে "ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড" নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ৩৫টি পাট কলের নির্বাহী ও কারিগরি শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশ নেন। এতে অনলাইন কাইজেন সফটওয়্যার ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিংয়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এনপিও এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

পাটকলসমূহে "ONLINE KAIZEN" বাস্তবায়ন শীর্ষক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম, মিজ লুৎফুন নাহার বেগম, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান।

পাটকলসমূহে "ONLINE KAIZEN" সফটওয়্যার ব্যবহার করে কিভাবে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন এনপিও এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এনপিও'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২৩ জুন, ২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এনপিও'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি। শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সবগুলো দপ্তর/সংস্থার প্রধান। উক্ত অনুষ্ঠানে দপ্তর প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ দপ্তর/সংস্থার পক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এনপিও এর পক্ষ থেকে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করার পর বিনিময় করছেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এবং এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

Good House Keeping & Office Management বিষয়ক কর্মশালা

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক গত ২৬ জুন, ২০১৯ তারিখ দিনব্যাপি কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে Good House Keeping & Office Management বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী আয়োজিত এ কর্মশালায় এনপিও'র পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান Good House Keeping & Office Management বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

Good House Keeping & Office Management বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য উপস্থাপন করছেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান।

এনপিও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এনপিও এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ০৩-০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ এবং ০৩-০৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখে ২টি ব্যাচে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স, বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দুই ব্যাচের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করেন পরিচালক বিয়াম, কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র জনাব মোঃ আনোয়ার পাশা।

বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র এ অনুষ্ঠিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম.আশরাফুজ্জামান।

বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র এ অনুষ্ঠিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তাদের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে 5S এর গুরুত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম.আশরাফুজ্জামান।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ব্যবসা অনুষদের শিক্ষকদের উৎপাদনশীলতার মৌলিক ধারণা ও অফিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন এনপিও এর সাবেক পরিচালক জনাব এস. এম.আশরাফুজ্জামান।

ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তার গুনাবলী

এ টি এম মোজাম্মেল হক
যুগ্ম পরিচালক
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

ব্যবসা শুরুর আগে যা যা জানতে হবেঃ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ । আমাদের দেশে দারিদ্রের হার অনেক বেশি । রাজনৈতিক স্থীতিশীলতা না থাকার কারণে আমাদের অর্থনীতি তেমনভাবে অগ্রসর হতে পারছেনা। বেকারত্বের হার এ দেশে প্রকট। তার কারণ শিক্ষিত তরুণদের অনুপাতে প্রয়োজনীয় পদ নেই। এই কারণে আমাদের দেশে চাকুরির বাজার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখামুখি হতে হয় তরুণদের। বর্তমানে বাংলাদেশে চাকুরি পাওয়া সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার মতই। এ ছাড়া সরকারি চাকুরি পেতে অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। দুস্প্রাপ্য চাকুরির বাজারে বেকারত্ব দূর করতে পারে একমাত্র আত্ম-কর্মসংস্থান। নিজেই উদ্যোক্তা হয়ে বেকারত্ব দূর করার পাশাপাশি অন্যকেও চাকুরি দেওয়া যায়। অনেকেই এখন ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ব্যবসা শুরু করতে হলে কিছু ব্যবসায়িক গুণাগুন থাকতে হয়। একজন ব্যবসায়ির গুণাবলী পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

চাকুরি খোঁজা হলো আধুনিক দাসত্বঃ

শিক্ষাজীবন শেষে চাকরি খোঁজা হলো 'আধুনিক দাসত্ব'। 'ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েই একজন শিক্ষার্থী বলে আমাকে চাকরি দিন। কিন্তু এটা বলছেন না যে আমাকে ১০/২০ হাজার টাকা দিন, আমি নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলব। তাঁর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ তিনি তুলে দিচ্ছেন আরেকজনের হাতে। এটা আধুনিক দাসত্ব। প্রত্যেক মানুষই উদ্যোক্তা হয়ে জন্ম নেন। কিন্তু সমাজ তাকে এমনভাবে মগজধোলাই করে যে তিনি চাকরি খুঁজতে বাধ্য হন। সে জন্য বেকারত্ব দেখা দেয়।

উদ্যোক্তার সংজ্ঞাঃ

উদ্যোক্তাঃ যে ব্যাক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোগ বলতে কোনো কাজের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকে বুঝায়। উদ্যোক্তা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ নতুন একটা ধারণাকে পুঁজি করে কোনো কাজের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তার ঝুঁকি বেশি থাকে।

ব্যবসায়ীঃ একজন ব্যবসায়ী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি পুরাতন ও পরীক্ষিত কোন কাজ দিয়ে তার ব্যবসা শুরু করেন। এক্ষেত্রে একজন ব্যবসায়ীর ঝুঁকি কম থাকে, লাভ তুলনামূলক বেশী হয়। আপনি একজন উদ্যোক্তা নাকি একজন ব্যবসায়ী ? এ ব্যপারে আপনাকে ব্যবসা শুরুর আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

ব্যবসা শুরুঃ

ব্যবসাকে অনেকে খুব সহজ ও সাধারণ বিষয় বলে মনে করেন। আবার কারো কারো কাছে তা খুবই কঠিন একটি কাজ। ব্যবসার রয়েছে বিভিন্ন ধরণ। কেউ কেউ পণ্য কেনা-বেচা করে বা আমদানি-রপ্তানি করে। কেউবা পণ্য উৎপাদন করে তা বিপণনের ব্যবস্থা করে। যিনি মেধা খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করেন তিনি হচ্ছেন উদ্যোক্তা। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করে। এসব বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যবসায়িক কলাকৌশল, পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন । ব্যবসা শুরু করার পূর্বে এসব জানা প্রয়োজন ।

উদ্যোক্তা হতে হলে আপনাকে পর্যায়ক্রমে যে কাজগুলো করতে হবেঃ

ধাপ-১ প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে 'আপনি ব্যবসা করবেন'। এরপর আপানাকে ঠিক করতে হবে কোন ব্যবসাটি আপনার জন্য উপযুক্ত ? একই সাথে ব্যবসার ধরণ ঠিক করতে হবে-ট্রেডিং অথবা উৎপাদনমূলক অথবা সেবামূলক ব্যবসা। ব্যবসার ধরণ ঠিক করার পর আপনার ব্যবসা করার জন্য অফিস বা কারখানা করার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। ব্যবসাটির সম্ভাব্যতা যাচাই করে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে ।

ধাপ-২ ব্যবসা শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থে সংস্থান অর্থাৎ মূলধন যোগাড় করতে হবে ।

ধাপ-৩ আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি একক ব্যবসা করবেন না যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসা করবেন। যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঠিক করতে হবে কাকে পার্টনার/অংশীদার হিসেবে নিবেন।

ধাপ-৪ ব্যবসার জন্য উপযুক্ত স্থানে জমি ক্রয়/ভাড়া/লিজ নিতে হবে ।

ধাপ-৫ ব্যবসার গঠন/কাঠামো অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স অথবা কোম্পানি রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে ।

ধাপ-৬ ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে ।

ধাপ-৭ নির্ধারিত জায়গায় শিল্প স্থাপন করতে হবে ।

ধাপ-৮ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃসংযোগ প্রভৃতি ইউটিলিটি সার্ভিস নিশ্চিত করতে হবে ।

ধাপ-৯ ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়, কাঁচামাল ক্রয় এবং টেকনোলজি/প্রযুক্তি নির্বাচন করতে হবে ।

ধাপ-১০ যথাযথ পদ্ধতি মেনে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে ।

ধাপ-১১ ব্যবসায় পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন এবং বিপণন করতে হবে ।

একজন সফল উদ্যোক্তার গুনাবলীঃ

১. সাংগঠনিক ক্ষমতা ২. চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস/ নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখা ৩.নেতৃত্বের যোগ্যতা ৪.সর্তকতা/কৌশলী ৫.কর্মক্ষমতা ৬. বুদ্ধিমত্তা ৭. সততা ও বিশ্বাস ৮.দূরদর্শিতা ও লক্ষ্য স্থির করা ৯. সুস্পষ্ট ধারণা ১০. আন্তরিকতা ১১. সময়জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ১২. শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৩. ব্যবসায়ে নৈতিকতা ১৪. শারীরিক ও মানসিক শক্তি ১৫. ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া ১৬. ধৈর্যশীল হওয়া।

উদ্যোক্তার সফল না হওয়ার দশ কারণঃ

১. লিখিত পরিকল্পনা না থাকা ২. সঠিক ব্যবসার মডেল না থাকা ৩. আইডিয়া নয়, দরকার সুযোগ সৃষ্টি ৪. পরিচালনায় ব্যর্থতা ৫. তীব্র প্রতিযোগিতা ৬. কৌশলী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ৭. দরকার স্বপ্নবাজ সহকর্মী ৮. যথেষ্ট মার্কেটিং জ্ঞান না থাকা ৯. ধৈর্যচ্যুত হওয়া ১০. উদ্যম হারিয়ে ফেলা।

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার উপায়ঃ

ক. বাজার বিশ্লেষণ খ. ব্যবসা যাই হোক হাতে ক্যাশ রাখুন গ. নতুন নতুন প্রোডাক্ট এবং মার্কেটের সাথে তাল মিলিয়ে চলুন ঘ. শুরুতে বড় মার্কেটে পা দিবেন না ঙ. ভোক্তা কাস্টমারের মতামতের প্রাধান্য দিন চ. প্রয়োজনে পরিকল্পনা পরিবর্তন করুন ছ. কৃতজ্ঞতা জ. সততা ঝ. অধ্যবসায় এবং ঞ. সংযম ।

ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা শুরু করতে!

অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা করা সম্ভব। যত বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছে তারা কি আগেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে ব্যবসা করেছে? মোটেই না। তবে এমন কিছু ব্যবসা আছে যা শুরু করতে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যেহেতু আপনার কোন ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা নেই, তাই ব্যবসা শুরু করতে হলে কম বিনিয়োগের ব্যবসা দিয়ে শুরু করাই ভাল। অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা করা রোলার কোস্টারে উঠার মত। আপনি জানেন না কখন উপরে উঠবে বা কখন নীচে নামবে। কিভাবে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা করবেন তার একটি রুপরেখা নীচে তুলে ধরা হলঃ

কম টাকার বিজনেস আইডিয়া খুজে বের করুন । যে ব্যবসা করতে কম টাকা লাগে সেই সকল ব্যবসা খুজে বের করুন। তবে এমন কিছু আইডিয়া বের করতে হবে যা ছোট আকারে শুরু করা যায় এবং পরবর্তিতে বড় করা যায়। ধরুন আপনি একটি কাপড় সেলাই/দর্জি দোকান করেন, যা অনেক কম টাকায় শুরুকরা যায় এবং পরবর্তিতে লাভ বুজে বিনিয়োগ বাড়িয়ে ব্যবসা বড় করা যায়।

স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরুর নিয়ম!

বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই তাদের ব্যবসা শুরু করে অল্প পুঁজি নিয়ে। পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো এদের বেশির ভাগই শুরু হয়েছিল অল্প পুঁজি নিয়ে। এদের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান সফল হয়েছে তাদের নামই আমরা শুনতে পাই। যেসব প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারেনি তাদের নাম আমরা শুনতে পাই না। তবে নিশ্চয়ই আমরা অনুমান করতে পারি যে, যারা সফল তাদের কাজের ধরণ আর যারা ব্যর্থ তাদের কাজের ধরণ এক ছিলো না। এখন আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেগুলো সফল ব্যক্তিরা তাদের ব্যবসা শুরু করার সময় অনুসরণ করতেন। যারা স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরুর চিন্তা করছেন তারা যদি এ বিষয়গুলো মেনে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তবে তাদের দ্বারা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

অন্যের কথায় ভয় পাওয়া যাবে নাঃ অনেকেই খুব সহজে বলে থাকে তুমি যা করছো তা ঠিকমতো হচ্ছে না, তোমার এখন অন্য কিছু শুরু করা উচিত। এরকম কথা বলা খুবই সহজ। যদি আপনি এসব কথায় প্রভাবিত হোন তাহলে ভাববেন বিষাক্ত কোন ঔষধ গেলা আরম্ভ করছেন। আপনি যদি এরকম কথায় প্রভাবিত হয়ে থাকেন তবে এখনই এ প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসুন। নিজের মত করে আপনার প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নিয়ে যান। আপনার নিজের কাছে যখন মনে হবে আর চালিয়ে নেয়া সম্ভব না ঠিক তখনই থামেন। অন্যের কথায় কখনো আপনার প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করা যাবে না।

মিতব্যয়ী হোনঃ কাস্টমার নিয়মিত আসা শুরু করার আগে জাঁকজমক অফিস নির্মানের কোন প্রয়োজন নেই। যদিও বেশিরভাগ উদ্যোক্তাই এ ভুলটা করে থাকে। প্রথমেই সুন্দর ও আকর্ষনীয় অফিস দিয়ে কাস্টমারদের আকর্ষনের চেষ্টা করেন অনেকেই। তবে শুরুতেই এটা করতে যাওয়া এক ধরণের বোকামি। একইভাবে প্রথমেই উচ্চ প্রযুক্তির কম্পিউটার বা সফটওয়্যার এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এর জন্য প্রচুর অর্থে প্রয়োজন যা একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার পক্ষে ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

উৎসাহ ধরে রাখুনঃ উৎসাহ ধরে রাখা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। শুরুর দিকে উৎসাহ ধরে রাখা আরও বেশি কঠিন কাজ। শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হতাশা চলে আসে। ব্যর্থতা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। সামান্য ব্যর্থ হলেই কাজ বন্ধ করে দেয় অনেকেই। এরকম কখনোই করা যাবে না। সাফল্য আসার আগ পর্যন্ত নিজের উৎসাহ উদ্দীপনা ধরে রাখতে হবে।

আপনার টিমের ব্যাপারে সচেতন থাকুনঃ মনে রাখবেন আপনার টিম আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে আবার ব্যর্থতাও এনে দিতে পারে। একা একা কখনোই কোন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো সম্ভব নয়। আপনি যে কোন সফল উদ্যোক্তাকে যদি প্রশ্ন করেন, আপনার সফলতার রহস্য কি? তিনি একবাক্যে উত্তর দিবেন, আমার টিমের কারণে আমি সফল। সুতরাং টিমের দিকে আপনাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। টিম যদি সর্বোচ্চ ত্যাগ করে আপনার জন্য কাজ করে তবেই আপনি সফল, আর যদি তা না করে তবে আপনি ব্যর্থ।

স্বল্প পুঁজিতে করা যায় এমন কিছু লাভজনক ব্যবসা!

ব্যবসার প্রতি দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে মানুষের। বিশেষ করে তরুণ-তরুণেরা এখন নিজেই কিছু করতে চায়। নিজে চাকরি না করে অন্যকে চাকরি দিতে চায়। অনেকেই চাকরির পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য স্বল্প পুঁজির ব্যবসা করে থাকেন বা করতে পারেন। এদের মধ্যে বেশীরভাগ সল্পপুঁজির অভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারে না। চলুন জেনে নেই এমন কিছু ব্যবসা সম্পর্কে যেগুলোতে লাভের পরিমাণ বেশ ভাল। আবার পুঁজিও লাগে কম। যেমন- (ক) ব্যানার ও সাইনবোর্ডে দোকান (খ) প্যাকেজিং ব্যবসা (গ) গুঁড়ামসলা তৈরি ও প্যাকেট জাতকরণ (ঘ) চায়ের দোকান (ঙ) খাবারের দোকান বা হোটেল (চ) কাগজের প্যাকেট / ব্যাগ উৎপাদন (ছ) স্ক্রিন প্রিন্ট: বক প্রিন্ট, বাটিক (জ) মেকআপ বা সাজসজ্জা (ঝ) ফুলের দোকান (ঞ) কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং (ট) দর্জি দোকান (ঠ) মুদি দোকান (ড) রেন্ট এ কার (ঢ) স্টেশনারি (ণ) লন্ড্রি ইত্যাদি।

Production and Quality Improvement through Kaizen

Md. Akibul Haque
Research Officer
National Productivity Organisation
Ministry of Industries

Introduction:

For a development or economic growth, Kaizen is very important. Kaizen means continuous improvement. Small and Small continuous improvements in all sectors are create a Large and sustainable development.

Kaizen History:

The history of Kaizen begins after World War II when Toyota first implemented quality circles in its production process. This was influenced in part by American business and quality management teachers who visited the country.

A quality circle is a group of workers performing the same or similar work, who meet regularly to identify, analyze and solve work-related problems. This revolutionary concept became very popular in Japan in the 1950s and continues to exist in the form of Kaizen groups as well as similar worker participation schemes. The term Kaizen actually became famous around the world through the works of Masaaki Imai.

Masaaki Imai (born, 1930) is a Japanese organizational theorist and management consultant, known for his work on quality management, specifically on Kaizen. In 1985 he founded the Kaizen Institute Consulting Group (KICG) to help western companies introduce the concepts, systems and tools of Kaizen. At present time, the Kaizen Institute team has applied the lean methodology and kaizen training courses across virtually all business sectors throughout the globe.

Masaaki Imai published two fundamental books on business process management "Kaizen: Japanese spirit of improvement" (1985), which helped popularize the Kaizen concept in the West, and Gemba Kaizen: A Common-sense, Low-Cost Approach to Management (1997).

Definition of Kaizen:

Word "kaizen", where "kai" = change "zen" = good, simply means "change for better". In English kaizen is typically applied to measures for implementing continuous improvement.
Japanese business philosophy of continuous improvement of working practices, personal efficiency, etc.
Kaizen (改善) is the Sino-Japanese word for "improvement".
In business, kaizen refers to activities that continuously improve all functions and involve all employees from the CEO to the assembly line workers.

10 Principles of Kaizen:

The Kaizen method follows ten specific principles, which are described below:

1. Improve everything continuously.
2. Abolish old, traditional concepts.
3. Accept no excuses and make things happen.
4. Say no to the status quo of implementing new methods and assuming they will work.
5. If something is wrong, correct it.
6. Empower everyone to take part in problem solving.
7. Get information and opinions from multiple people.
8. Before making decisions, ask "why" five times to get to the root cause. (5 Why Method)
9. Be economical. Save money through small improvements and spend the saved money on further improve ments.
10. Remember that improvement has no limits. Never stop trying to improve

Kaizen Implementation By NPO

National Productivity Organisation has already implemented kaizen in different industries like Jute, Leather and Tannery, Textile, Insulator and Sanitary wire, Steel industries, Food factory etc. Jute sector of NPO Implemented kaizen in Jute Mills at first at the year of 2007/2008 with the help of Japan International Cooperation Agenccy (JICA) team. After that, every year Kaizen implement at 1-2 Jute Mills by NPO's Kaizen Specialist.

Kick off Meeting and M/C Inspection:

Scenario:- Improve in Workshop:

Scenario:-Improve in Spinning, Winding and Beaming sections:

Instantly Result:

i) Yarn breakage reduce upto 5% -10%;

ii) Production Efficiency increase upto 5%-25%;

iii) Improvement Effective Maintenance;

iv) Practice 3S.

v) Developed Self Confidence;

vi) Improved Supply Chain.

Following Benefits are come from Kaizen:

- Create a good practice to effective uses of input;
- Production volume increase ;
- Quality ensure;
- Delivery in time;
- Create friendly environment;
- Reduce all types of wastage;
- Creation of Customer Satisfaction;
- Benefited all employees, employers and stake holders.

Conclusion/Comments:

Kaizen is a technique, that no requires high implementation cost. It is based on cooperation and commitment and stands in contrast to approaches that based on cooperation and commitment and stands in contrast to approaches that use radical changes or top-down edicts to achieve transformation. Enterprise/industries are able to implement it easily. It has needed just positive mindset and sincerity. It is very important for sustainable development. So we have to implement Kaizen in every sector for our development.

কল-কারখানায় অপচয় রোধ করি
জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

সেবা ও পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করুন
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন।

অপচয় রোধ করুন
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের অঙ্গীকার
দেশ ও জাতির অহংকার।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, স্বনির্ভর দেশ গড়ি।

গুণগত মান নিশ্চিত করুন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন।

Push for productivity, go for quality.

Today's wastage tomorrows shortage.

সম্পাদকীয়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবীরা দেশের অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। একই সাথে প্রতি বছর ০২ অক্টোবরকে " জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার মাঝে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদানের ঘোষণা দেন। সরকারের রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত করা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন অপরিহার্য ।

এনপিও'র পেশাজীবী জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে নিয়মিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম, ডিজিটাল অনলাইন সার্ভিস প্রদানের জন্য টেকসই ওয়েবসাইট গঠন, সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার লেভেল নির্ধারণ, গবেষণা এবং উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং সকল ট্রেডবডিকে উৎপাদনশীলতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম পরিচালন করা হচ্ছে। এছাড়া এনপিও'র কার্যক্রম সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রণয়ন এবং আধুনিক ডাটাবেজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি নির্ণয় পূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় বর্ণনা পূর্বক উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিনত করার জন্য ০২ অক্টোবর, ২০১৮ ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। দেশব্যাপী যথাযথভাবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা , বিভিন্ন ট্রেডবডি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশিষ্ট সকল দপ্তরের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আধুনিক বিভিন্ন বিষয়সমূহ এদেশের জনগণকে আরও বেশি করে অবহিত করানোর জন্য টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩টি আন্তর্জাতিক সেমিনার/প্রশিক্ষন/কর্মশালা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক এনপিও বার্তা প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির নিয়মিত সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "এনপিও বার্তা" ৫ম বারের মত প্রকাশিত হওয়ায় বার্তার মান ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রত্যাশিত। পরিশেষে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "এনপিও বার্তা" এ যাঁরা লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন ।

সম্পাদনা পরিষদ

নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার
সভাপতি ও পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

এ টি এম মোজাম্মেল হক
সদস্য ও যুগ্ম-পরিচালক
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

রিপন সাহা
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

মোঃ মেহেদী হাসান
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

সুরাইয়া সাবরিনা
সদস্য সচিব ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়ঃ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ npobangla@yahoo.com, Web: www.npo.gov.bd
Facebook: National Productivity Organisation (NPO), Bangladesh
Youtube channel: NPO BD